মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাজেট

২০২০-২০২১

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করছেন
মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে
জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠান ২০১৯।

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

বাজেট

২০২০-২০২১

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

বাজেট বক্তৃতা ০৩

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সারসংক্ষেপ ২০

এক নজরে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৩

বিস্তারিত বাজেট

- রাজস্ব আয় ২৪
- উন্নয়ন আয় ২৭
- রাজস্ব ব্যয় ২৯
- উন্নয়ন ব্যয় ৩৩

C4C এর ছক অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ৩৬

আলোকচিত্র ৫২

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বাজেট বক্তৃতা

প্রিয় নগরবাসী, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম।

প্রথমেই আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর নারায়ণগঞ্জ নগরীতেও এর বিস্তার ও সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে আমাদেরকে এ ভাইরাস মোকাবেলা ও এ থেকে উত্তরণের জন্য সর্বোচ্চ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়েছে। একটি জরুরি পরিবর্তীত পরিস্থিতির মোকাবেলার মধ্য দিয়ে এবার আমাদের বাজেট ঘোষণা করতে হচ্ছে। সারা বিশ্বের মতো মহামারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে আমাদের দেশে এ যাবৎ অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনের সদস্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের অকাল মৃত্যু পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আপনারা জানেন, সিটি কর্পোরেশন সংবিধিবদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। নারায়ণগঞ্জ নগরীর আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৫ মে ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌরসভাকে একীভূত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি

কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও নগরীর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করাসহ নগরবাসীর প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, নিরাপদ, দারিদ্রমুক্ত, টেকসই ও পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমরা সবসময় আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং আগামীতেও আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এটি আমার চতুর্থ বাজেট উপস্থাপন। বাজেট এর মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কোভিড-১৯ (নভেল করোনা ভাইরাস) পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করছি। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আমরা শুরু থেকেই জনগণের পাশে থেকে তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করেছি। জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯ মার্চ ২০২০ মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২৯ মার্চ ২০২০ থেকে নারায়ণগঞ্জ নগরীতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮২টি দরিদ্র/হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে মোট ১৩৭০.৮২ মেট্রিক টন চাল, ৫৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০০ টাকার খাদ্য সামগ্রী এবং ৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকার শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রমিক অধ্যুষিত নারায়ণগঞ্জ নগরীতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি অত্যধিক হওয়ায় ৫ এপ্রিল ২০২০ জরুরিভিত্তিতে সিটি এলাকা লকডাউন বা কারফিউ জারি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

৭ এপ্রিল ২০২০ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ এর সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশনের তিনটি অঞ্চলে ১৫ জন চিকিৎসক, ৬ জন ল্যাব টেকনোলোজিস্ট এবং ১৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর সমন্বয়ে ৩টি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। এই টিম প্রায় ১৫০০০ ব্যক্তিকে টেলি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের টিমের পাশাপাশি কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ/উপসর্গ নিয়ে মৃতদের লাশ দাফন-কাফন/সৎকার কাজ করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি এ কাজ অব্যাহত আছে।

৯ এপ্রিল ২০২০ থেকে কোভিড-১৯ শনাক্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ কাজ শুরু হয়। এছাড়া ২টি নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন করে মোট ২৮৩৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সরকারি বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও করোনাকালীন সময় থেকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় মশক নিধন ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় সরকারের পক্ষ থেকে জনপ্রতি ২৫০০ টাকা প্রদানের নিমিত্তে ৫০০০০টি QR (Quick Response) কার্ড বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া 'বিশেষ ওএমএস' কার্যক্রমের আওতায় ২৭৬০০টি ওএমএস কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

নগরীর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ২৭টি ওয়ার্ডে ১১০০ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং করোনা প্রতিরোধে নগরীতে প্রায় ৫৫ লক্ষ লিটার জীবাণুনাশক ক্লোরিন মিশ্রিত পানি স্প্রে করা হয়েছে। ১৬৫ জন মশক নিধন কর্মীর মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

এছাড়া, ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তাপুষ্ট "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ২৫২১টি পরিবারের মাঝে নগদ ৩৭,৮১,৫০০ টাকা, ১,৩৩,৬৭৫টি সাবান এবং সিডিসি সমূহে হ্যান্ডওয়াসসহ ১১৫টি পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ, ত্রাণ, ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করায় সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উল্লেখ্য, এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ অনেকেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে সকলেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম—

- নগর ভবনে কন্ট্রোল রুম খোলা;
- জনসচেতনতামূলক স্টিকার ও ফেস্টুন লাগানো এবং লিফলেট বিতরণ;
- ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার/প্রচারণা;
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান;
- ভ্রাম্যমান মাইকিং এর মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক বার্তা প্রচার;
- মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদান;
- মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমায় খুতবায় প্রচারের জন্য বার্তা প্রেরণ;
- সেবাগ্রহীতাদের নিরাপত্তার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ;
- কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিচ্ছন্ন কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভ্স, ক্যাপ, গামবুট ও গগল্স (প্রয়োজন অনুযায়ী) সরবরাহ;
- সিটি কর্পোরেশনের পানির গাড়ি, হ্যান্ড স্প্রের সাহায্যে সরকারি ও বেসরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সড়ক, লঞ্চঘাট, বাসস্টেশনে নিয়মিত ক্লোরিন পানি স্প্রে করা;
- হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রমের সহযোগিতা;
- তিনটি অঞ্চলে ৩টি মেডিকেল টিম গঠন;
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ এবং ২টি স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপন;
- ওয়ার্ডভিত্তিক মৃতদেহ দাফন-কাফন/সৎকার এর কমিটি গঠন;
- ত্রাণ হিসেবে খাদ্য সামগ্রী, শিশু খাদ্য ও নগদ অর্থ প্রদান;

- বিভিন্ন স্থানে হাত ধোঁয়ার জন্য পানির ট্যাংক স্থাপন;
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও ডেঙ্গু মোকাবেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;
- ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক-নিধন কার্যক্রম;

প্রিয় নগরবাসী,

নাগরিক চাহিদার অগ্রাধিকার বিবেচনায় ইতিপূর্বে আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেছি এবং আপনাদের সহযোগিতায় সফলতার সাথে বাজেটে প্রস্তাবিত অধিকাংশ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের পর নাগরিক সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা বহুগুণে বেড়েছে। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের তুলনায় অনুন্নত কদমরসুল ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার জনগণের প্রত্যাশা আরও বেশি। বিগত ৯ বছর যাবৎ নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করছি ভবিষ্যতেও এ ব্যাপারে আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

এ যাবৎ সিটি কর্পোরেশনের ৬১টি মাসিক সভায় ২৫২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯৩৪টি গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ২১৭৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭০৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার, কদমরসুল অঞ্চলে ৪৬৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার এবং নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ৬৪১ কোটি ৭৫ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে (এলইডি বাতি স্থাপন) ৪৭ কোটি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ কাজে ৩৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্পে ৬০ কোটি এবং আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি ফর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ৭১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

নিজস্ব অর্থায়নে ২০১১-২০১২ হতে ৫০৭ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, এ গৃহীত প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ২৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় ১৪৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও নিজস্ব তহবিলের সমন্বয়ে "নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বৃক্ষরোপণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৩টি অঞ্চলে প্রায় ১৬৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০টি প্যাকেজে ৭৮.২৪ কি:মি: আরসিসি/সিসি/বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, ৮৬.৭৫ কি:মি: আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, ৩.৮৮ কি:মি: ফুটপাত এবং ২৮৭২টি বৃক্ষরোপণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে ২৭টি ওয়ার্ডে এ যাবত বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো:

২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ২৭টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ:

ওয়ার্ড	বাজেট ২০১১-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	সর্বমোট
ক) সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল ঃ						
ক্র.নং	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	৭১২৯৩৪৮৯.০০	১৬৪৩৫৭৬২.০০			৪২২৩৪৩১.০০	৯১৯৫২৬৮২.০০
২	৫৬১১৮৯৩৩.০০		৩৯৫৬৩৬৯.০০		৩৯৭৯৭৩৮.০০	৬৪০৫৫০৪০.০০
৩	৪৩২৮৯৭০৮.০০	৪৪৮১২২৪৭.০০			৯০৮৬৫৭৫.০০	৯৭১৮৮৫৩০.০০
৪	৬৪২১৬৭৩৩.০০				৭৪৭৮৪৭৯.০০	৭১৬৯৫২১২.০০
৫	৭৬৭৮৭১৫৮.০০		৬৫০০০০০.০০		৯৩৪৮২০.০০	৮৪২২১৯৭৮.০০
৬	৪১৮৮৫৭৬২.০০	৩৫৬৭১৪৭.০০		৪২৭৫৯৫২.০০	৯৩৪৮২০.০০	৫০৬৬৩৬৮১ .০০
৭	৫০৭৮৯৮৮৪.০০		১০৫৪০১৮.০০		৫০১৩১৩৪.০০	৫৬৮৫৭০৩৬.০০
৮	৬৯৯৪৫১৬১.০০	৯০৮৬৯০২.০০		৯১১৯৪৪৪.০০	১০১৬৭৫১.০০	৮৯১৬৮২৫৮ .০০
৯	৬৪০৪৭৩৪৫.০০	৩৫৭০৫২৯.০০	৩০৫৪৬২৯.০০		১০১৬৭৫১.০০	৭১৬৮৯২৫৪.০০
ডিপিপি			১৮৫৭৬২৫৩০৩.০০	৬৬৭৩৪৩৮৯৪.০০	৮৮০৬৭০৮৪৫.০০	৩৪০৫৬৪০০৪২.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ			৬৬৭১৩৮৩২.০০	১৭৫৬৭৪৩২৬.০০		২৪২৩৮৮১৫৮.০০
পৌরসভার আমলে টেন্ডারকৃত বিল পরিশোধ						১০৬৫০২৮৯৭.০০
এমজিএসপি						১৫৭২৮৬৫২৭.০০
সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট				১৪৪০২৩৮২৭৩.০০	২৬৩৮৯২৮৯০.০০	১৭০৪১৩১১৬৩.০০
					মোট (ক) =	৬২৯৩৪৪০৪৫৮.০০
খ) নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ঃ						
১০	১৮৭১১৫৮৫.০০	৯০৬৬৬৮.০০			৩৫৯০৬৭৮.০০	২৩২০৮৯৩১.০০
১১	২৯৫১০৮৩৭.০০		২৩০৮৩৫১.০০		৩৭০৫৬৫১.০০	৩৫৫২৪৮৩৯.০০
১২	৪৩৮১৩২১৬.০০		৩০৯৬৯৯৯.০০		২৭৩৬৬০৭.০০	৪৯৬৪৬৮২২.০০
১৩	৮১৭৭১৯৮১.০০	৫৪০৬৮৫৯৮.০০	২৬৭২৮৮৮৪.০০		৯২৭১৪৬৪.০০	১৭১৮৪০৯২৭০০
১৪	২২৬০৮৮৮৩.০০	৬৯১৯১৩১.০০	১৭৩৪৫৯২.০০		২৬৯০৯৭৬.০০	৩৩৯৫৩৫৮২ .০০
১৫	১৯৯১৪৬৪৮৮.০০	১৬৭৯৪৪৩০.০০			৩০৫১১৩৮৮৫.০০	৫২১০৫৪৮০৩.০০
১৬	১২৪৫৫৯৭৯১.০০				১৮০৮৪২৯৬১.০০	৩০৫৪০২৭৫২.০০
১৭	১৫০৮৯৩৬৫.০০		১৫৩৮৭৮৪.০০		১৬৫৫৫৪৫২.০০	৩৩১৮৩৬০১ .০০
১৮	৩৫১১৪৩০৫.০০		৮৬৯৮৫০৫.০০		১৬৪৩৩৮০৯.০০	৬০২৪৬৬১৯.০০
ডিপিপি			৪৫৩৮৪৬১২৯.০০	১৫০৮৭৯০০০.০০	২৯৪০৮০৬৫৫.০০	৮৯৮৮০৫৭৮৪.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ						১০২১১২৭৩৩৪.০০
নগর ভবন					১৬৮৬২৩৫০৩.০০	৪৭১৩২১৭১৫০০
শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ						১৭১৫৮৯০৭০২.০০
সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট					১৬৫২৬৪১১৮.০০	৬০৯০৬৪৪২৮.০০
এমজিএসপি						৪৬৭২৭৬৬৫৮.০০
					মোট (খ) =	৬৪১৭৫৪৯৪৯৭.০০
গ) কদমরসুল অঞ্চল ঃ						
১৯	৫২২২৫৭৩৫.০০	১৫৭৯৬৪১৫.০০	১৩৬৪০০৩.০০	৫৬৪৮৭০১৬.০০	১১৮৫২৭৯৯.০০	১৩৭৭২৫৯৬৮.০০
২০	২৫২৩৭২৩০০.০০	৩৯১৬২৩৩৭.০০			৮৯৪৬২৬.০০	২৯২৪২৯২৬৩.০০
২১	৭৪৩৪৮৮৭৭.০০	৫২০৯০৮.০০			৩৮৫২৭৭০.০০	৭৮৭২২৫৫৫.০০
২২	৯০০১৩১৫৫.০০	৮৭৩৮৯৪০.০০		১৫২৯১২৯০.০০	১২৩১৫৩৭.০০	১১৫২৭৪৯২২০০
২৩	৯৫৭৯৮০৮৭.০০	৪৮৫৬১৬০৭.০০	৩০৭৭৬১১৩.০০	১৯৩৩৬৯৮৯৭.০০	২০১৫৫২০০.০০	৩৮৮৬৬০৯০৪ .০০
২৪	৮৮৮৮৬১১৫.০০	৩৩১০৪৪১৫.০০	২০৫০৭২৯১.০০	১১৯০১৯৮.০০	৭৩৬০৬৭০.০০	১৫১০৪৮৬৮৯.০০
২৫	৪৬১৩৫৭৯২.০০	১৪০৭০৪৫৪.০০	১৮৯৭৭৪৬৮.০০	৬৫৮৫৮৪০.০০	১২২৪৭৪৪.০০	৮৬৯৯৪২৯৮ .০০
২৬	২১৪৩০০৩৯.০০	১৭৯৮৫২১.০০			১২২৪৭৪৪.০০	২৪৪৫৩৩০৪.০০
২৭	৫৫৪১১৮০৭.০০	৬৭৭৫৪১৪.০০		৫২৭৪২৫৬.০০	৭০৮৭২০৮.০০	৭৪৫৪৮৬৮৫.০০
ডিপিপি			১৪৫২২২৬১৪৩.০০	২৪০৬৬৯৬৭৬	২৭৫৬৭৭৬২৩.০০	১৯৬৮৫৭৩৪৪২.০০
সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট				৯৭৪৮৬৭৫৫৯	১৪১৩১৪০৫৫.০০	১১১৬১৮১৬১৪০০
এমজিএসপি						২৪৭৮১৭৬৬২.০০
					মোট (গ) =	৪৬৮২৪৩১৩০৬.০০
ঘ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এলইডি বাতি স্থাপন)।						৪৭০০০০০০০.০০
ঙ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ।						৩৩০৭৩০০০০০.০০
চ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প।						৬০০০০০০০০.০০
					সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) =	২১৭৭০৭২১২৬১০০

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিস্কাশনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩৪৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে "নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের লক্ষে জালকুড়িতে ২৩.২৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ব্যয় ২৯৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত ডাম্পিং সেন্টারের ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজে ব্যয় হবে। এছাড়া দৈনিক ৬০০ টন বর্জ্য হতে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আওতায় ইতোমধ্যে একটি চাইনিজ প্রতিষ্ঠান (UD Environmental Equipment Technology Co. Ltd) হতে দাখিলকৃত প্রস্তাব পিডিবি'র অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ নগরীকে পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে ৪টি স্থানে ৬০০টি পরিবারের প্রায় ২৭৬০ জন হরিজন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে ১০৯৮ জন সুইপার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। কিছু সেবক নগরীর অন্যান্য অফিস, আদালত, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ও ব্যক্তিগত ভবনে পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে ন্যূনতম বাসস্থান, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহ করা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক দিক বিবেচনা করে সরকারি সহায়তা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে ৫৪৯ টি পরিবারের জন্য ১১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবে।

কদমরসূল সেতু প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জবাসীর বহুল প্রতীক্ষিত শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নির্মিতব্য কদমরসূল সেতু গত ৯ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৫৯০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৩৮৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১২.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট সেতুটি নগরীর ৫নং ঘাটে নির্মিত হবে। সেতুটির নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান : Joint Venture of Dong-Sung Engineering (South-Korea), DM Engineering & Management (South-Korea), EPC (Bangladesh), S&F (Bangladesh) কে সমীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ Soil Test সম্পন্ন করেছেন এবং সেতুর প্রাথমিক ডিজাইন পরীক্ষার জন্য LGED Design Unit-এ দাখিল করেছেন। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ রিসেটেলম্যান্ট প্ল্যান ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ কাজ চলছে। অচিরেই প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হবে।

মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স সার্ভিসেস প্রকল্প :

বিশ্ব ব্যাংক ও সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে MGSP (মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স সার্ভিসেস প্রকল্প) এর অধীনে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে এ যাবৎ ৬৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা-ঘাট,

ড্রেন, খেলার মাঠ, জলাধার সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ করা হয়েছে। ১৯৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ব্যয়ে ১০টি প্যাকেজে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৭৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকার কাজ চলমান আছে যা আগামী অর্থ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যায়।

সিটি গভারন্যান্স প্রকল্প :

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (JICA) ও জিওবি'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভারন্যান্স প্রকল্পের (CGP) এর অধীনে ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে মোট ৩২১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন সড়ক, ড্রেন, ফুটপাত ও ব্রিজ নির্মাণ খাতে প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৭২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকার কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে JICA'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভারন্যান্স প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরও প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যাবে। গত অর্থ বছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৫০ কোটি টাকা। উক্ত খাতে সিটি কর্পোরেশন ব্যয় করেছে প্রায় ২২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। চলমান প্রকল্পের ম্যাচিং ফান্ডে ২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ সফলতার দাবীদার সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত নগরবাসী।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সিটি কর্পোরেশনের সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা কষ্টসাধ্য। এরপরেও তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় (ক) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের খাল, পুকুর, মাঠ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন; (খ) শেখ হাসিনা বিজ্ঞান কমপ্লেক্স; (গ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসূল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প; (ঘ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ এবং (ঙ) নারায়ণগঞ্জ শহরে এলইডি স্ট্রিট লাইট স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের সকল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরও বেশি নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান সচল রাখতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া এ খাতে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে শিমুল সিটি প্লাজা-৩, মাধবীলতা সিটি প্লাজা-৪, ৫তলা বিশিষ্ট গোডাউন কাম আবাসিক ভবন, সিটি দোয়েল প্লাজা-১, করবী সিটি প্লাজা-২, করবী সিটি প্লাজা-৩, করবী সিটি প্লাজা-৪, করবী সিটি প্লাজা-৫, আঙিনা সিটি প্লাজা, পদ্ম সিটি প্লাজা-৫ (কার পার্কিং) বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। কদমরসুল অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে সোনাকান্দা সিটি মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলেও দোলনচাঁপা সিটি প্লাজা-১ এবং কাঁঠালচাপা সিটি প্লাজা-১ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

পানি সরবরাহ :

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা ওয়াসা নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করে। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহের লাইনসমূহ অতি পুরাতন, যার ফলে প্রায়শই পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল হয়ে ময়লা প্রবেশ করে পানি দূষিত হয়। তাছাড়াও সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় নারায়ণগঞ্জ মড্স এর মাসিক রাজস্ব আয় ছিল ১২০.০ লক্ষ টাকা (প্রায়) এবং ব্যয় ছিল ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়)। মাসিক মোট ভর্তুকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভর্তুকি থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া হয়। ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, নতুন লাইন স্থাপন ও পানির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ইতোমধ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই পানি সরবরাহ কার্যক্রমের জন্য পানি শোধানাগার সংস্কার/নির্মাণ, নতুন টিউবয়েল স্থাপনের কাজ শুরু হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাস করে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। ইতোমধ্যে পানির জরুরি সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব www.ncc.gov.bd ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ ও National Portal Framework এর সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে নগরবাসী অতি সহজে সিটি কর্পোরেশনের তথ্যসহ সরকারি সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। সিটি কর্পোরেশনের তথ্য বাতায়নটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সিটি কর্পোরেশনের সকলস্তরে ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নাগরিকদের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। নগরবাসীকে উন্নততর ও আধুনিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে SMS (ক্ষুদে বার্তা) চালু করা হয়েছে। এতে করে নগরবাসীকে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের একটি জনকল্যাণমুখী এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ে আহরিত রাজস্ব যেমন: পৌরকর, ফি, ইজারা, অন্যান্য আয় ও সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্য খাতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি অনুদান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুদান প্রাপ্তি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প থেকে অনুদান পেতে হলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বিশেষ করে

হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। অর্থাৎ দাবীকৃত করের ৮০% আদায় নিশ্চিত করা জরুরি। এক্ষেত্রে নগরের অনেক সম্মানিত করদাতা ঠিকমত তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ না করায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে সিটি কর্পোরেশন তথা নগরবাসীর সরকারি অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স ও অন্যান্য কর পরিশোধে সর্বদা নগরবাসীকে বছরের শুরু থেকে নোটিশ প্রেরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে সচেতন করে আসছে। তবুও লক্ষ্য করা যায়, আর্থিক বছরের শেষে অধিকাংশ হোল্ডিং এর ট্যাক্স বকেয়া থেকে যায়। তাই আমি উপস্থিত সকলের মাধ্যমে জনসাধারণকে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ বছর হোল্ডিং ট্যাক্সের দাবী ছিল ৪৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার ০১৮ টাকা। তন্মধ্যে আদায় হয়েছে মাত্র ১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৭৬ টাকা, আদায়ের হার মাত্র ৩৫.০০%। নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে আমরা সফল হলেও রাজস্ব আদায়ে আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারিনি। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে এক্ষেত্রে নগরবাসীর আরো সহায়তা প্রয়োজন। তাই নিয়মিত কর পরিশোধ করার জন্য আমি সম্মানিত নগরবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। কর আদায়ে স্বচ্ছতার লক্ষে কম্পিউটারাইজ্ড ট্যাক্স বিল প্রদান এবং ব্যাংকের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। এডিবি'র Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facility for Narayanganj City Corporation শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের সকল আদায় অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অচিরেই তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি,

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত নিম্নবিত্ত মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন :

✓ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৫২টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১১৫টি সিডিসি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে, যার আওতায় মোট ২৯,০০০ পরিবারকে সংগঠিত করা হবে;

✓ দলের সদসদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে;

✓ এ কর্মসূচির আওতায় ৫৮৬৩টি পরিবারের মধ্যে প্রকল্প তহবিল ও ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯,৬১,৩২,৫০৪/- টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে;

✓ দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে মোট ২,১৩,৮৫,৮৬৫/- টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করেছে;

✓ ৮৩৭ জন হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৪৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪২০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;

✓ ৫০৯ জন হতদরিদ্র মহিলাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষ্যে ৫৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা মূলধন হিসেবে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে ২১৬ জন কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরকে ৩৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান :

✓ ৩৫.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩৪৩ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২৫.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ১৮০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে;

✓ ১১.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬৫৭ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ২২৫০ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হবে;

✓ ১৫০.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৭ টি গভীর নলকূপ ও ১০টি ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩৮.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ২৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে;

✓ ২৪.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪টি কমিউনিটি ওয়াসরুম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৯.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৪০টি ওয়াসরুম নির্মাণ করা হবে;

✓ ৪.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯.৭৭ লক্ষ টাকা আরও ১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে;

✓ ৮২.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৮টি টুইন পিট ল্যাট্রিন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা আরও ১২০টি টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন :

✓ নারীর ক্ষমতায়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৫২টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে;

✓ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যেক দলের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে;

✓ নারী প্রধান পরিবারসহ সকল উৎসাহী নারীদের দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে;

✓ এ কর্মসূচির আওতায় ২১৬ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ২০০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

✓ ৫০৯ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পুঁজি সহায়তা বাবদ ৫৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৪২০ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পুঁজি সহায়তা বাবদ ৪৬.২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে;

✓ ৩৯০ জনকে ৩৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

✓ এ পর্যন্ত ৮৩৭ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৪৪.৯৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ১৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৩.২৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে;

✓ এছাড়া ৭৪৮ জন গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি খাদ্য সহায়তা বাবদ ১৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি খাদ্য সহায়তার জন্য ৪০.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

✓ এছাড়াও ৩০০ জন ঝরেপড়া শিশুকে শিক্ষার মূল ধারায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষা উপকরণ যথা — বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, স্কুল ব্যাগ, ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক, জুতা, মোজা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকরণাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি :

✓ স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন এলাকায় ৪৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;

✓ এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মা, ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা, কিশোরী প্রজনন শিক্ষা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়;

✓ বস্তি ও দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এলাকা ভিত্তিক মাসিক সভার আয়োজন করা হয়;

✓ ৪৮৭৬ জনকে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ প্রদান;

✓ ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ জনকে প্রজনন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জনগণকে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৩টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ০১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। নগর মাতৃসদনে মা ও শিশুর সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা যেমন নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান অপারেশনসহ দন্তরোগ ও চক্ষু রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। স্বল্প খরচে সকল ধরনের ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা ও আলট্রাসনোগ্রাম করা হয়।

প্রিয় নগরবাসী,

নগরীর খেলাধুলার মান ও বিনোদনের দিকে লক্ষ রেখে পঞ্চবটিস্থ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৬.২ একর ভূমিতে NCC Adventure Land নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্কটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ খাত থেকে সিটি কর্পোরেশনের বাৎসরিক ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ভাড়া এবং এন্ট্রি ফি এর উপর ৫% হারে রাজস্ব আয় হচ্ছে। ১৮নং ওয়ার্ডের গোগনগরে আলী আহাম্মদ চুনকা স্টেডিয়ামটি আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা ক্রীড়া উন্নয়নে প্রমীলা ফুটবল টিম এবং মদনগঞ্জ ফুটবল একাডেমিকে মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জিমখানাস্থ আলাউদ্দিন খান স্টেডিয়ামে গ্যালারি নির্মাণ ও আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খেলাধুলার মান উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পৌরকর আজীবনের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল এবং দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বছর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা

হয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানসমূহে জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

প্রিয় সুহৃদ,

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক সেবা দ্রুত, সহজে ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় প্রদানের লক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে —

১। পানি সরবরাহ বিল অটোমেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে পানি সরবরাহ বিল অটোমেশন সফটওয়্যার প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ২৮ হাজার গ্রাহক ও নতুন গ্রাহকদের এই অটোমেশনের আওতায় আনা হবে এবং সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পানি সরবরাহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

নগরীর দুর্যোগ হ্রাস, সহনশীলতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আপদকালীন ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিলে এই অর্থবছরে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনের নিরিখে পর্যায়ক্রমে ব্যয় করা হবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

জাপানের নারুতো নগরীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন :

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২০ইং তারিখ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাপানের নারুতো নগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটির 'বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন' বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নগরীর সাথে এ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন বাংলাদেশে এই প্রথম। এই চুক্তির আওতায় উভয় নগরীর মধ্যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনীতি ও মানবসম্পদ বিনিময় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ফলে উভয় নগরী এক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হতে পারবে এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের প্রায় ২০ লক্ষ লোককে বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদান করে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে এ জনসংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হতে পারে। তাই আগামী ২০ বছর সময়সীমাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং দারিদ্র্যমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত বছরে নিম্ন বর্ণিত উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদন/অগ্রগতি করা হয়েছে।

- স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান (ভিত্তি স্থপতি) কর্তৃক প্রণয়নকৃত নক্শা অনুযায়ী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১০ তলা বিশিষ্ট নগর ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩১৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ (পাঁচ) তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য ১৬৮৬.০০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়াও ৬ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত উলম্ব সম্প্রসারণের জন্য নিজস্ব ও সরকারি যৌথ অর্থায়নে ২৬২৯.০০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা উল্লেখ করা হলো :

৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং তিলোত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৫নং ঘাট এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সেতু নির্মাণ;

২. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ সিস্টেম, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. বিদ্যমান ছোট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং প্রয়োজনে বর্ধিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ;

৪. নারায়ণগঞ্জ নগরীর রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল ও লঞ্চ টার্মিনালের সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব নির্মাণ;

৫. স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৬. সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা;

৭. সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করা;

৮. দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ করা;

৯. যানজট নিরসণে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ সহ সিটি সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ নেয়া;

১০. সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচা বাজারসমূহের উন্নয়ন করা;

১১. কবরস্থান ও শ্মশান এর উন্নয়ন করা;

১২. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা;

১৩. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা;

১৪. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা;

১৫. ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া;

১৬. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

১৭. সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা;

১৮. জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যে তিনটি অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;

১৯. সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি শাখা কম্পিউটারাইজড করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২০. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজ মনিটরিংসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সিসি টিভি ক্যামেরার পরিধি বৃদ্ধি করা।

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে;

২. 3-R (হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।

৪. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে তোলা।

৫. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।

৬. সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শোধণাগার নির্মাণ করা।

২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশোধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪. পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালি বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশোধনাগার স্থাপন করা।

৬. সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে পানি শোধনাগার নির্মাণ করা।

৭. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ মুক্ত রাখা নিশ্চিত করা ।

৮. সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিরিখে আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন এ বাজেটে কোন নতুন কর আরোপ করা হয়নি বা কর বৃদ্ধি করা হয়নি। আমি আজকের এই বাজেট অধিবেশন সভায় **২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়নে মোট ৭৫৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৪৪ টাকার** বাজেট ঘোষণা করছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার সংক্ষেপ

এক নজরে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

১। রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয়	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক)	গৃহ ও ভূমি কর	৬৭৪৯২০৬১.০০	৬১৩৭২২৬২.০০	১০২০১১০৪৫.০০
খ)	ময়লা কর	৬৭৪৯২০৬১.০০	৬১৩৭২২৬২.০০	১০২০১১০৪৫.০০
গ)	আলো কর	৪৩৩৩৭৫১৫.০০	৩০৫৬৮১৯৯.০০	৫৫১৭২৮৪৩.০০
ঘ)	সারচার্জ	২৮০৩১৯৪.০০	৬১৩৩৪২৪.০০	৮১৭৭৮৯৮.০০
ঙ)	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৮৫৮৪৯১৯৭.০০	১৬৩৬৪০০৮০.০০	১৮০০০০০০০.০০
চ)	পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৬৭৯৮২১২৩.০০	৮২৬৫৬৪৫৩.০০	৯০০০০০০০.০০
ছ)	বিজ্ঞাপন কর	৬৩৩২১৯.০০	১২৮০৪৫০.০০	১৫০০০০০.০০
জ)	প্রমোদকর	৬৯৮৫১৭.০০	৫৩৩৩৩৩.০০	১৫০০০০০.০০
ঝ)	যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)	২১২০৪৫০৫.০০	১০৫৭৪০০.০০	২০০০০০০০.০০
ঞ)	বিভিন্ন ফিস	৩৭৮৭৯৫৬৩.০০	২৯১০০২০৮.০০	৩৯৭১৬৭২৫.০০
ট)	বিভিন্ন ইজারা	৫৯৫০৩৬৮৩.০০	৫৫৪৯৬৪৩৪.০০	৫৩৭০৬৮৮৬.০০
ঠ)	অন্যান্য	৭৫১৩৫৪৭২.০০	১৫৫৯৩৮৫৩৪.০০	১১২৫০০০০০.০০
ড)	নগর দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৭১৪৪৮২০.০০	৩৪২২৬৪০.০০	৫২৫০০০০.০০
ঢ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র	০.০০	৭০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০
ণ)	মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	১৫৮৬৬১৩৯০.০০	১১৫০৬৩৪৩৭.০০	৭৫০০০০০০০.০০
ত)	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান	৭৯৯৯৮০০.০০	৭৫০০০০০.০০	৭৫০০০০০.০০
থ)	পানি সরবরাহ	০.০০	৭৭৫৫৪২৭০.০০	৩২৮৭৩৪৬০০.০০
মোট		৮০৩৮১৭১২০.০০	৮৫৯৬৮৯৩৮৬.০০	১৮৬৭৭৮১০৪২.০০

২। উন্নয়ন আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয়	সংশোধিত বাজেট	বাজেট
		২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক)	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	১৩৬৪০০০০০.০০	১৭১৭৫২০০০.০০	৩০০০০০০০০.০০
খ)	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বিশেষ মঞ্জুরী	৫৫০০০০০০.০০	৫৭০০০০০০.০০	৫০০০০০০০.০০
গ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	১২৮২৭০৭০৩৯.০০	১৭৯৫০০৮০৫১.০০	২১৬৭৬৫২১৬০.০০
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা	২৬২৬২৮৪৮৮৮.০০	১০৩৪৩৩৮৫৮৭.০০	৯৪৮৪০৫০০০.০০
মোট		৪১০০৩৯১৯২৭.০০	৩০৫৮০৯৮৬৩৮.০০	৩৪৬৬০৫৭১৬০.০০

মোট আয় (১+২)	৪৯০৪২০৯০৪৭.০০	৩৯১৭৭৮৮০২৪.০০	৫৩৩৩৮৩৮২০২.০০
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	১২২০৮০০৩১০.০০	১৯৫৬৯৬০৭১৮.০০	২২২৩৫০৪৯৪২.০০
সর্বমোট	৬১২৫০০৯৩৫৭.০০	৫৮৭৪৭৪৮৭৪২.০০	৭৫৫৭৩৪৩১৪৪.০০

১। রাজস্ব ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিতবাজেট	বাজেট
		২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক)	মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা	২১৪০৪৫০০.০০	২২৫৬১০৭০.০০	২৫০০০০০০.০০
খ)	কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি	১০৩৯৬০২১৩.০০	১১৩২৫৮৯০১.০০	২১৫৭৯৫০০০.০০
গ)	যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও অফিস পরিচালন	২৩৪৪৩৩৫১.০০	২৯৪৮২০০০.০০	৫৬৩০০০০০.০০
ঘ)	শিক্ষা ব্যয়	৭৫৭১০০.০০	২৭৪৫৫৮৭.০০	৭১৬০০০০.০০
ঙ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩১৬৬৩৬১.০০	২৬৭০৫০৭৪.০০	৫৯২০০০০০.০০
চ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০.০০	১১৭৫০০০০.০০	২১৩০০০০.০০
ছ)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন	৭২২৮৮৫৩৪.০০	৮৯৮০০০০০.০০	১২৭৫০০০০০.০০
জ)	বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৪৮২০৩.০০	২০০০০০.০০	১০০০০০.০০
ঝ)	শিক্ষা ও ক্রীড়া	১৭৫০০০.০০	২০০০০০.০০	৩৫০০০০০.০০
ঞ)	কর ধার্য্য ও কর আদায়	০.০০	২০০০০০.০০	৫০০০০০.০০
ট)	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	২২৩১৫০০.০০	৩০০০০০০০.০০	৬৭০০০০০.০০
ঠ)	দারিদ্র দুরীকরন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ	৮৬৯৬০০০.০০	৪৯৫৭০০০.০০	১০৫০০০০০.০০
ড)	ভূমি উন্নয়ন কর	১৫১৮০৯২.০০	২০০০০০.০০	১৫০০০০০.০০
ঢ)	আইন খরচ ও পরচা দাখিলা উত্তোলন	২৯৯৪০০৩.০০	৩৫০০০০০.০০	৪০০০০০০০
ণ)	জাতীয় দিবস উদযাপন	১১৭৩৪৬৯.০০	২০০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০
ত)	বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৫৫২০৩০.০০	০.০০	১০০০০০০.০০
থ)	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী ত্রাণ	০.০০	১৫০০০০০০.০০	৭০০০০০০.০০
দ)	দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক	১৬৯৭৩৬০০.০০	২০০০০০০০.০০	২৫০০০০০০.০০
ধ)	ইজারার ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ	২৫৪০১২২৯.০০	৫০০০০০০০.০০	৩৪০০০০০০.০০
ন)	বিবিধ	১১৬৮৫১৯০.০০	৩৭৮২৫৯৭০.০০	৩৫৬০০০০০.০০
প)	বিভিন্ন মার্কেট নির্মাণ	১৩৩২৫২৯৬৩ .০০	১৫৩৪৭০৮০৫.০০	৬২১৫৩৫৯৩০.০০
ফ)	বিএমডিএফ ঋণ পরিশোধ	১৬৩৯২৯০.০০	১৫০০০০০.০০	১২০০০০০.০০
ব)	এমজিএসপি ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	৪২০১৩৬৩০.০০	৬১০৮৪৬২.০০	২০০০০০০০.০০
ভ)	বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্পের ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	৭৭৪৭৬২২৬.০০	২০৮৭০০০০০.০০	৩০০০০০০০.০০
ম)	গভারনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন	০.০০	০.০০	১০০০০০০.০০
য)	পানি সরবরাহ	০.০০	৩৯৭৮১৯২৪.০০	২৯৩১৫২৫০০.০০
মোট		৫৫০৯৫০৪৮৪.০০	৮৬০৯৪৬৭৯৩.০০	১৫৯২২৭৩৪৩০.০০

২। উন্নয়ন ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত বাজেট	বাজেট
		২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক)	অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন	২২৩৯৮৩২০৮ .০০	২৩৭৪৬২৯৯৯.০০	৭৪৬০৮২৮০০.০০
খ)	অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০০৩৫৮৭৩.০০	৫৩০০০০০০.০০	১৯৪০০০০০০.০০
গ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা	২১৭৮৯২৮৯৭৯.০০	১৩৩৫৭২৫৭৬৫.০০	১৪৩৫৩১৫৯২৯.০০
ঘ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	১১৭৪১৫০০৯৫.০০	১১৬৪১০৮২৪৩.০০	৩৫১৪৮১৮৯৯৫.০০
মোট		৩৬১৭০৯৮১৫৫.০০	২৭৯০২৯৭০০৭০০	৫৮৯০২১৭৭২৪.০০

সর্ব মোট ব্যয় (১+২)	৪১৬৮০৪৮৬৩৯.০০	৩৬৫১২৪৩৮০০.০০	৭৪৮২৪৯১১৫৪.০০
উদ্বৃত্ত (আয়-ব্যয়)	১৯৫৬৯৬০৭১৮.০০	২২২৩৫০৪৯৪২.০০	৭৪৮৫১৯৯০.০০